



ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশন

মেদারমার্ট □ আগরতলা □ পশ্চিম ত্রিপুরা □ পিন - ৭৯৯ ০০১

রেফ নং :

তারিখ :

মহিলা কমিশন
প্রেস রিলিজ

বিধবা মহিলার উপর পাশবিক অত্যাচারের ঘটনার তদন্তে মহিলা কমিশন

গত ১/১০/০৯ তারিখে বেলা ১২টায় মাত্র ১৪ বছরের মষ্ট শ্রেণীতে পাঠরত সঞ্জয় রায় চৌধুরীর অভিযোগপত্রের ভিত্তিতে ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের তিনজন সদস্য বেলা সাত্তে তিনটা নাগাদ জিবি হাসপাতালে পৌঁছান। সঞ্জয়ের ৩৫ বৎসের বিধবা মা শিখা রায় চৌধুরী ধর্ষণের ও অত্যাচারের শিকার হয়ে জিবি হাসপাতালে ভর্তী আছে। কমিশনের সদস্যরা নির্যাতিতা মহিলার সঙ্গে দেখা করে তার ভাবনাবন্দী নেন। সে জানায় গত ৩০/৯/০৯ তারিখে সকাল ৯টায় ছেলে সঞ্জয়কে সঙ্গে নিয়ে সে রেশন দোকান থেকে বাড়ী ফিরছিল। পথে তাদের প্রতিক্রমী উত্তম সূত্রধর কোন কথার বলার জন্য তাকে পাশের বাড়ীতে ডেকে নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে তাকে বিব্রত করে মারমার সহ তার উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। বাঁচি না নিয়ে তার চুল কেটে দেয় ও নিম্নাঙ্গে লম্বার গুড়ো ছড়িয়ে দেয়। এখানেই শেষ নয় সেই বাড়ীর একমাত্র বালিন্দা প্রতিমা সূত্রধর ও উত্তম সূত্রধরের বৌদি কাঁা সূত্রধর তাকে অটো স্ট্যাড-এর সামনে পিলায়ে দড়ি দিয়ে বেয়ে মারতে থাকে। তার অপরায় সে উত্তম সূত্রধরের বড় ভাই গনেশের মালবহনকারী অটায় কর্মস্থল গোলাবাজারে কুক ওয়েল কোম্পনীতে মাঝে মাঝে আসা যাওয়া করত। সন্দেহ গনেশ সূত্রধরের সঙ্গে শিখা রায় চৌধুরীর কোন রকম অবৈধ সম্পর্ক আছে। এরপর উত্তম সূত্রধরের বৌদি তার বাকন খুলে ছেড়ে দেয়। কেননাকমে শিখা তার বাপের বাড়ীতে পৌঁছায়। শিখার ভাই উত্তম দাস অটো করে বোনকে নিয়ে বিচারের আশায় প্রথম মহিলা থানায় যায়। থানা থেকে তাকে আইজিএম হাসপাতালে পাঠায় পরে সেখান থেকে জিবি হাসপাতালে গেলে তাকে এক এস ওয়ান ২০নং সিটে ভর্তী করা হয়। শিখা রায় চৌধুরীর চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে কমিশন তার উপর অত্যাচারের সত্যতা জানতে পারে। মহিলা কমিশনের একান্ত অনুরোধে মেডিক্যাল সুপার কিনা পরসায় শিখার মাথার সিটি স্ক্যানের ব্যবস্থা ও চিকিৎসার সুব্যবস্থা করে দেন। গত ৫/১০/০৯ তারিখে মহিলা কমিশনের সদস্যরা ঘটনাস্থলে সরাসরিনে তদন্ত করতে গিয়ে ঘটনা যে সর্বৈব সত্য তা জানতে পারে। অসহায় দুটি সন্তানের মার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে শিখার কর্মস্থল কুক ওয়েলের কর্ণধার শ্রী গৌতম পালের সঙ্গে কমিশন এব্যাপারে কথা বলেন। শ্রী পাল সাগ্নাহে শিখা রায় চৌধুরীকে সবরকমের সুবিধা দেবার প্রতিশ্রুতি দেন।

মহিলা কমিশন এ দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার নিন্দা করে। কমিশন এব্যাপারে মহিলা থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে দ্রুত আসামীদের চোপার করার দাবী জানায়। কমিশন এব্যাপারে পুলিশের উপরমহলের সঙ্গেও যোগাযোগ করছেন।

5-10-09

Anshu Bhattacharya
Member Secretary,
Tripura Commission for Women